মানসিক লক্ষণে মেটিরিয়া মেডিকা

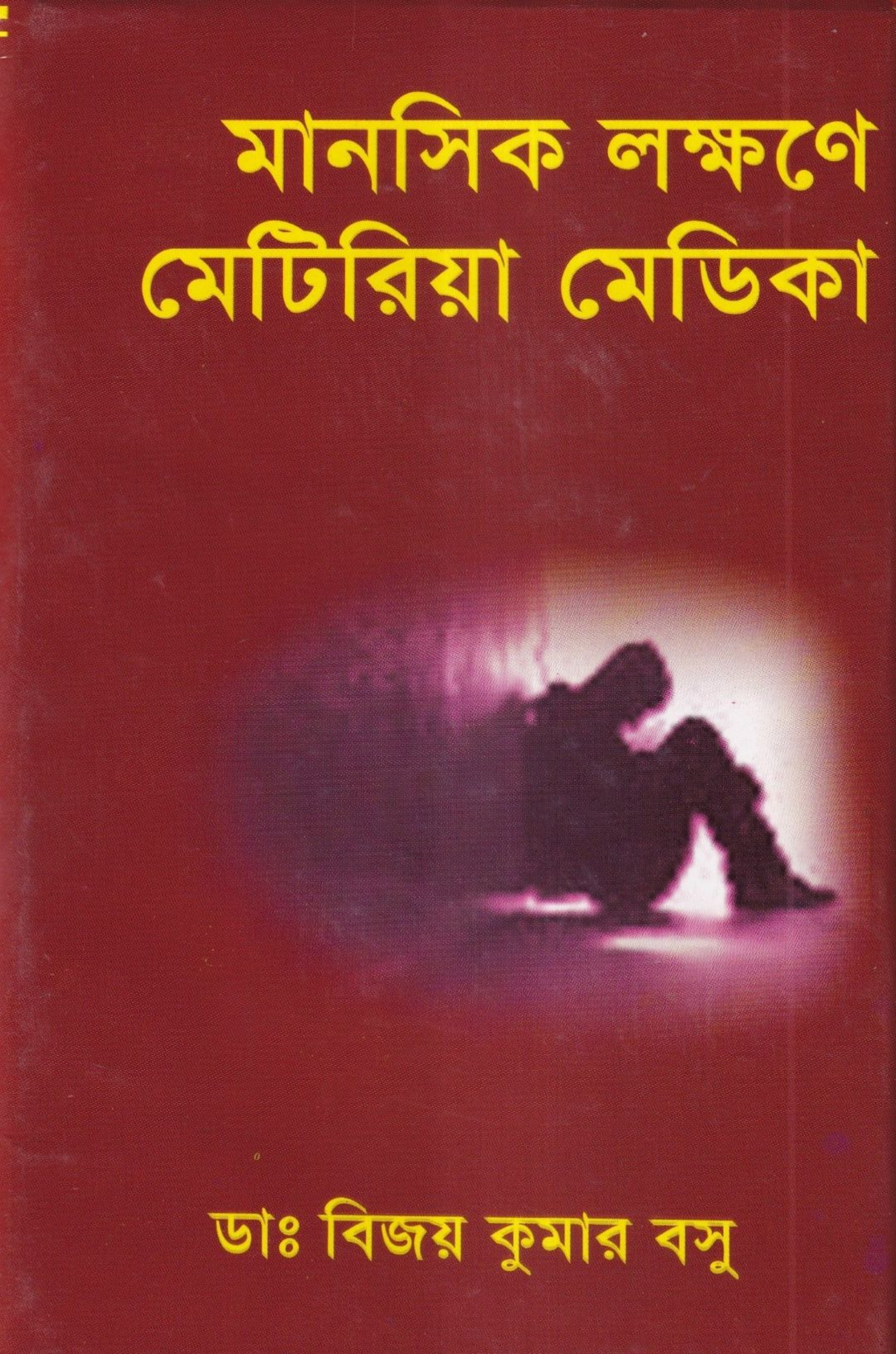

ডাঃ বিজয় কুমার বসু

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
নির্বাচনক্ষেত্রে লক্ষণের মূল্য	১–৮
ভৈষজ্যবিজ্ঞান আয়ত্তের কৌশল	৯–১২
শিশুচিকিৎসা	১৩–১৪
ঔষধের ক্রিয়াকাল ও সম্বন্ধ	১৫–১৯
চিকিৎসাকালীন খাদ্য ও অন্যান্য বিধিনিষেধ	২০–২৪
মেটিরিয়া মেডিকা	২৫–৪৮৪
রেপার্টরি	৪৮৫–৫৪৫
রেপার্টরিতে ব্যবহৃত ঔষধের তালিকা	৫৪৫–৫৫০
ঔষধসূচী	৫৫১–৫৫৩
রোগসূচী	৫৫৪–৫৬০
রোগিবিবরণী সূচী	৫৬০-৫৬৩

নির্বাচনক্ষেত্রে লক্ষণের মূল্য

লক্ষণের প্রকৃতি

- ব্যাপক (general) [ব্যক্তি সম্বন্ধীয়]
  - মানসিক ও সার্বদৈহিক
    - ইচ্ছা বা ভালোবাসা, বুদ্ধি এবং স্মৃতিক্ষেত্র (the will, understanding and memory)
- আঙ্গিক (particular)
- সাধারণ (common)

লক্ষণরাজির গুরুত্ব বিচার
- ব্যাপক
  - প্রথম শ্রেণী
  - দ্বিতীয় শ্রেণী
  - তৃতীয় শ্রেণী
- আঙ্গিক
  - প্রথম শ্রেণী
  - দ্বিতীয় শ্রেণী
  - তৃতীয় শ্রেণী
- সাধারণ
  - প্রথম শ্রেণী
  - দ্বিতীয় শ্রেণী
  - তৃতীয় শ্রেণী

হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধনির্বাচনকার্য অতিশয় জটিল। প্রথম শ্রেণীর ঔষধনির্বাচনের পশ্চাতে ভৈষজ্যতত্ত্বে অপরিসীম জ্ঞান, সতর্ক পর্যবেক্ষণ, রোগিলিপিসংগ্রহে পারদর্শিতা তথা দীর্ঘ বৎসরের নিরলস সাধনা থাকে। যতদিন পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ না ঘটে, ততদিন পর্যন্ত বিশেষ যত্নসহকারে প্রত্যেকটি রোগীর ব্যবস্থা করিতে হয়।

সুষ্ঠুভাবে রোগিলিপি প্রস্তুতের উপরই নির্ভুল নির্বাচন নির্ভর করে। রোগিলিপি প্রস্তুতের দক্ষতা আবার মেটিরিয়া মেডিকার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। দশ পৃষ্ঠাব্যাপী লক্ষণ সংগ্রহ করিলেও উহার দ্বারা নির্বাচন না হইতেও পারে। রোগিলিপি প্রস্তুতের পরে দেখিতে হইবে যে, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হইয়াছে কিনা। আমাদের উদ্দেশ্য, রোগীর একটি সম্পূর্ণ চিত্র প্রাপ্ত হওয়া। কেবলমাত্র রোগের একটি নাম সংগ্রহ করিলে অথবা ঐ নামের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ পাইলে আমাদের কোন লাভ হইবে না। কোন রোগের সাধারণ লক্ষণ পাইলে আমাদের অন্তত পনের কুড়িটি ঔষধের নাম মনে আসে যেহেতু প্রত্যেকটি ঔষধের ভিতরেই ঐ সকল লক্ষণ রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেক রোগের যেমন বিশেষত্ব দরকার, প্রত্যেক রোগীরও তেমনি বিশেষত্ব দরকার। একথা সত্য যে, বর্তমানকালে সম্পূর্ণ রোগিচিত্র খুব কম পাওয়া যায়, তবুও রোগ ও রোগীর বিশেষত্ব অবশ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, নতুবা রোগী আরোগ্য হইবে না। এইজন্য মহাত্মা হ্যানিম্যান বলিয়াছেন, উপযুক্তভাবে রোগিলিপি প্রস্তুত হইলে রোগীর অর্ধেক ব্যাধি আরোগ্য হইয়া যায়। মনে করুন, আপনি একটি জ্বরের রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন। জ্বরের সাধারণ লক্ষণগুলি থাকিলেও প্রধান কথা প্রবল জ্বরের সময় তৃষ্ণাহীনতা, জিহ্বা নিতান্ত শুষ্ক অথচ পিপাসাহীনতাজাতীয় লক্ষণগুলিই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আপনি নিশ্চয়ই চিন্তা করিবেন যে, এই রোগীর এত উচ্চ গাত্রোত্তাপ ও জিহ্বা শুষ্ক, সুতরাং তৃষ্ণা থাকা স্বাভাবিক অথচ তৃষ্ণা নাই কেন? আবার অপর একটি জ্বরের রোগী দেখিলেন। তাহারও জ্বরের সাধারণ সমস্ত লক্ষণ রহিয়াছে। কিন্তু প্রধান কথা, এত শীত ও কম্প সত্ত্বেও রোগীর ঘন ঘন শীতল পানীয়ের অদম্য আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে কেন? এইক্ষেত্রে শীতাবস্থায় তৃষ্ণা থাকা অথবা প্রথমোক্ত রোগীতে প্রবল জ্বরের সময় তৃষ্ণাহীনতা অসাধারণ, বিরল ও আশ্চর্যজনক লক্ষণ বলিতে হইবে। এইরূপে রোগের বিশিষ্ট লক্ষণের অভাব রোগীর সহিত বৈচিত্র্য সম্বন্ধযুক্ত। ব্যাধিযুক্ত যে সকল লক্ষণের অর্থ নির্ণয় করা যায় না, সেইগুলি অধিকাংশক্ষেত্রে অসাধারণ ও নির্বাচনক্ষেত্রে মূল্যবান লক্ষণ।

পার্থক্যনির্ণয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে অর্গ্যাননের ১৫৩ সূত্রে হ্যানিম্যান আমাদিগকে বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন। হ্যানিম্যানের অর্গ্যাননের ব্যাখ্যা শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ কেন্ট যেমনভাবে তাঁহার ফিলজফিতে করিয়াছেন, তেমনভাবে আর কেহ করেন নাই। তিনি যেন হ্যানিম্যানের বাণী হোমিওপ্যাথের মনের একান্ত নিভৃতে, একেবারে মণিকোঠায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং এই সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলেই কেন্টের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তিনি বলিয়াছেন যে, ...রোগের অপেক্ষাকৃত আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত, অসাধারণ, বিশেষ (পরিচায়ক) চিহ্ন ও লক্ষণসমূহকে প্রধানত ও একান্তভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে [.....the more striking, singular, uncommon and peculiar (characteristic) signs and symptoms of the case of disease are chiefly and most solely to be kept in view.]।

সাধারণ লক্ষণকে তিনি নির্বাচনক্ষেত্রে উপেক্ষা করিতে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন ঃ অপেক্ষাকৃত সাধারণ ও অস্পষ্ট লক্ষণগুলি যেমন, ক্ষুধামান্দ্য, শিরঃপীড়া, দুর্বলতা, অস্থিরতা, অস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি যতক্ষণ সাধারণ ও অস্পষ্ট থাকে এবং বিশেষভাবে বর্ণিত না হয়, ততক্ষণ মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য হয় না। যেহেতু, এইরূপ সাধারণ ধরনের লক্ষণ প্রায় প্রত্যেক ব্যাধিতে এবং প্রত্যেক ভেষজেই পাওয়া যায় (The more general and undefined symptoms : loss of appetite, headache, debility, restless sleep, discomfort, and so forth, demand but little attention when of that vague and indefinite character if they cannot be more accurately described, as symptoms of such a general nature are observed in almost every disease and from almost every drug.)।

ব্যাধির স্বরূপ বিশেষভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু উহার উদ্দেশ্য রোগের নামকরণের জন্য নিদানগত পরিচয় নহে। অপর প্যাথির চিকিৎসকেরা রোগের নামকরণের জন্যই ব্যাধিবিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণে যত্নবান হন। কিন্তু আমাদিগকে সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যাধির নিদানগত পরিচয় সর্বদাই ব্যাধির পরিণামমাত্র দেখাইতে পারে। অপর পক্ষে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের প্রকৃতির ভাষায় বুৎপত্তিগতলাভ করিতে হইবে। হোমিওপ্যাথের পরীক্ষাপ্রথার বিশেষত্ব নির্ণয় করিতে হইবে। অন্য পন্থীর রোগনির্ণয়ের জন্য রোগীর শরীর পরীক্ষা তথা স্থূল পদার্থের উপর গুরুত্ব আরোপ বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। রোগনির্ণয়ে দক্ষতার অতিরিক্ত আর একটি বিশেষ জ্ঞান হোমিওপ্যাথের থাকা আবশ্যক। প্রত্যেকটি পীড়া কি প্রকার ভাষায়, কিরূপ মূর্তিতে এবং কি প্রকার অনুভূতির মধ্যে আবির্ভূত হয়, তাহার জ্ঞান যেমন আবশ্যক তেমনি অপরপক্ষে প্রত্যেকটি ঔষধ কিভাবে মানুষের স্মৃতি, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাও অবগত হওয়া প্রয়োজন। কি প্রকার লক্ষণ ও চিহ্নসমূহের মধ্যে ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে, তাহা না জানিলে ব্যাধি হইতে ব্যাধিগত লক্ষণের ভিন্নতানির্ণয় সম্ভব হয় না।

অচিরব্যাধিতে যে লক্ষণ সাধারণ, চিরপীড়ায় তাহাই মূল্যবান হইতে পারে। চিরপীড়ায় পিপাসা লক্ষণটির যে মূল্য অচিরপীড়ায় তাহা অতি সাধারণ জানিতে হইবে। আর্সেনিকের অচিরপীড়ায় ঘনঘন পিপাসা থাকিলেও চিরপীড়ায় জলে বিতৃষ্ণা আছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের লক্ষণের এই সকল বিভিন্নতা বুঝিতে হইবে। এইভাবে ব্যাধি ও ব্যাধির অনুশীলন অভ্যস্ত হইবার পর লক্ষণের পার্থক্যনির্ধারণে সামর্থ্য জন্মে।

শিল্পী যেমন কতকগুলি রেখার সাহায্যে একটি মানুষের চিত্র অঙ্কন করেন, হোমিওপ্যাথও তেমনি লক্ষণসমষ্টির সাহায্যে একটি রোগিচিত্র অঙ্কন করেন।

বিশেষ মানুষটিকে রেখার দ্বারা ফুটাইয়া তুলিতে যেমন শিল্পীর দক্ষতা প্রয়োজন, হোমিওপ্যাথেরও তেমনি রোগীর বিশেষত্ব লক্ষণসমষ্টির দ্বারা প্রকাশ করিতে গেলে দক্ষতার প্রয়োজন। লক্ষণসমূহের গুরুত্ববিচার শিক্ষাদ্বারাই আমরা এই দক্ষতা লাভ করি। কিরূপ পদ্ধতিতে আমরা লক্ষণের মূল্যনির্ধারণ করিব, অতঃপর তাহা বর্ণিত হইবে।

রোগীর আপন ব্যক্তিত্বে আরোপিত বিষয়গুলিই হইল ব্যাপক। রোগী যাহা তাহার ব্যক্তিত্বে বা আমিত্বে প্রকাশ বা আরোপ করে, যাহার সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া সে বলে, আমি এইরূপ অনুভব করিতেছি, আমি প্রত্যেক ঋতুপরিবর্তনে অসুস্থ হইয়া পড়ি, আমি অমুক অমুক দ্রব্য ভালোবাসি, আমার এই পৃথিবীতে বাঁচিবার বিন্দুমাত্রও স্পৃহা নাই, আমার স্বামিপুত্রপরিজন কাহারও উপর এতটুকু মমতা নাই ইত্যাদি যাবতীয় মন্তব্য ব্যাপক শ্রেণীভুক্ত। রোগী যদি বলে আমি তৃষ্ণার্ত, তাহা হইলে, সমস্ত দেহসমেত রোগী নিজেই জলের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়—কেবলমাত্র মুখাভ্যন্তরে পিপাসার অনুভূতি হয় না। যখন রোগী তাহার ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সম্বন্ধে বলে, তখন ঐগুলি তাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এত ঘনিষ্ঠ হয় যে, ঐগুলি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক শ্রেণীভুক্ত হয়। কেননা, মানুষের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে তাহার বিশেষ ইচ্ছা ও অনিচ্ছা বা রুচি ও অরুচি একান্ত জানা প্রয়োজনীয়। মানুষ যখন জীবনে বিতৃষ্ণাহেতু আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা করে বা পূর্বে ভালোবাসিলেও এবং ভালোবাসা কর্তব্য মনে করিলেও যখন সে উহাতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তখন মানুষটির গভীরতম স্তরেও আমরা উহার ছাপ দেখিতে পাই।

কোন নির্দিষ্ট অঙ্গসম্বন্ধীয় লক্ষণ আঙ্গিক শ্রেণীভুক্ত। যখন আমরা রোগীর কোন বিশেষ অঙ্গ বা যন্ত্র যেমন, চক্ষু, নাসিকা, যকৃৎ, প্লীহা ইত্যাদি পরীক্ষা করি তখন আঙ্গিক লক্ষণ পরীক্ষা করিতেছি মনে করিতে হইবে। যাহা কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত যত অধিক সম্বন্ধযুক্ত, তাহা ততই বহিঃস্থ ব্যাপার; সুতরাং উহা আঙ্গিক শ্রেণীভুক্ত। অপরপক্ষে যাহা যত মানুষটির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তাহা ততই ব্যাপক শ্রেণীভুক্ত জানিতে হইবে। সমগ্র রোগিলিপি নিবিষ্ট মনে পাঠ করিবার পর ব্যাপক শ্রেণীভুক্ত যাবতীয় লক্ষণকে লাল পেন্সিলদ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে। উদ্দেশ্য, নির্বাচনকার্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় এইগুলি যাহাতে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং প্রাধান্যলাভ করে। আঙ্গিক লক্ষণ আবার অবস্থাজ্ঞাপকহেতু সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হয়।

যে সমস্ত লক্ষণের দ্বারা পনের বা কুড়িটি ঔষধ সূচিত হয়, সেইগুলি প্রায়শ সাধারণ শ্রেণীভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ আমরা স্ত্রীলোকের জরায়ুর স্থানচ্যুতির বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। যদি কোন স্ত্রীলোক তাহার জরায়ুর স্থানচ্যুতির জন্য উদরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির অপত্যপথে বাহির হইবার অনুভূতির কথা বলিয়া ঔষধ প্রার্থনা করে তাহা হইলে কোন ঔষধ নির্বাচন করিতে পারা যায় কি?

ভৈষজ্যবিজ্ঞান আয়ত্তের কৌশল

এককথায় বলা যায়, মেটিরিয়া মেডিকা যে যতখানি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, রোগীর চিকিৎসায় সে ততখানি সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মেটিরিয়া মেডিকার জ্ঞান আয়ত্ত না করিতে পারিলে চিকিৎসাক্ষেত্রে তাঁহাকে দেউলিয়া হইতে হইবে। হ্যানিমানের সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভৈষজ্যভান্ডারে প্রায় দেড় সহস্র ভেষজ স্থান পাইয়াছে। উপযুক্ত পরীক্ষার পর চিকিৎসাক্ষেত্রে নির্ভর করা যাইতে পারে, এমন ভেষজের সংখ্যাও কম নহে। হ্যানিম্যানের মেটিরিয়া মেডিকা পিউরা এবং ক্রনিক ডিজিজেস পুস্তকদ্বয়ে ঔষধের সমষ্টি অত্যল্প হইলেও উহা পরীক্ষণজাত বিশুদ্ধ লক্ষণের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ। হেরিংয়ের গাইডিং সিম্পটম্‌স্ দশ খন্ডে সমাপ্ত এবং বিশুদ্ধ লক্ষণে পুষ্ট। ডাঃ অ্যালেনের এনসাইক্লোপিডিয়া দশ খন্ডে সমাপ্ত এবং নয় হাজারের অধিক পৃষ্ঠায় লিখিত হইলেও আধুনিক সমস্ত ঔষধ উহার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। এক একটি ঔষধের পরীক্ষণজাত বিরাট লক্ষণাবলী আয়ত্ত করা সাধারণভাবে সাধ্যতীত। পরবর্তিকালে ডাঃ কেন্ট, ডাঃ ফ্যারিংটন প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দ মেটিরিয়া মেডিকা আয়ত্তের সহজ পন্থা উদ্ভাবন করিয়া তাহা বক্তৃতার মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এই সমস্ত বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া ভৈষজ্যবিজ্ঞানে এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে সঞ্চিত হইয়া রহিল।

কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যা বা স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়া মেটিরিয়া মেডিকা আয়ত্ত করা যায় না। এই লেখক পয়ঁত্রিশ বৎসর পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া এই বিরাট ভৈষজ্যভান্ডার হইতে রত্ন আহরণ ও উপযুক্তক্ষেত্রে তাহার ব্যবহার সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই সম্পর্কে ডাঃ কেন্টের একটি উপদেশ অত্যন্ত মূল্যবান। ডাঃ কেন্ট বলিয়াছেন, ভৈষজ্যবিজ্ঞান সযত্ন অধ্যয়ন এবং ব্যবহারের দ্বারা আয়ত্ত করা যাইতে পারে, ইহা প্রণিধান করা যাইতে পারে, কিন্তু মুখস্থ করা যায় না। যাহারা মেটিরিয়া মেডিকা মুখস্থ করে, তাহারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। ইহা সর্বদা সঙ্গে রাখিতে এবং নির্ভুলভাবে ব্যবহার করিতে হইবে।

ডাঃ কেন্ট এই প্রসঙ্গে আরও পরিষ্কার করিয়া তাঁহার নিউ রেমেডিস্ পুস্তকে বলিয়াছেন, মুখস্থকারিদের উপলব্ধি হয় না; তাহারা যাহা দেখে তাহাই কেবল মনে করিতে পারে এবং তাহারা কেবল উপরিভাগ দর্শন করে।

উপলব্ধি এবং ব্যবহার না করা পর্যন্ত স্মরণশক্তির দ্বারা জ্ঞান হয় না; তাহারা বুঝিতে শক্তি যোগায়। ঔষধকে প্রথমে ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম করুন, পরে ঔষধের প্রধান লক্ষণসমূহ জানুন।

ত্রুটি ধরা পড়ায় আশ্বস্ত হওয়া গেল। কিন্তু সহস্র সহস্র পৃষ্ঠা হৃদয়ঙ্গম করা এবং কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার কি সম্ভব? ডঃ ই এ ফ্যারিংটন এই প্রসঙ্গে একটি চমৎকার কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কথিত আছে যে, যাহা আমরা মনে করিয়া রাখি, তাহা কখনও নষ্ট হয় না। চিরকালের জন্য তাহা সেখানে বর্তমান থাকে।

ডাঃ ফ্যারিংটন এই সম্বন্ধে একটি চমৎকার উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। জনৈক ব্যক্তি একদা একটি গ্রাম্য রাস্তা দিয়া গাড়ি চালাইবার সময় একটি কুকুরকে চাপা দিয়া শোচনীয়ভাবে মারিয়া ফেলে। ইহাতে সে অত্যন্ত অসুস্থবোধ করে। অতঃপর ঘটনাটি ভুলিয়া যায়। কয়েকবৎসর পরে সে ঐ একই রাস্তায় গাড়ি চালাইতেছিল। দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তার কোন চিন্তা ছিল না। সেইখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র তাহার ঐ একইপ্রকার অসুস্থতার অনুভূতি হইয়াছিল। তখন তাহার পূর্ব ঘটনার কথা স্মরণ হইলে তাহার মনে আবেগ আসে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে দক্ষতা লাভ করিতে হইলে মানবমনের বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত বিষয়েও ঐ কথা বলা চলে। ডাঃ ফ্যারিংটনের উপদেশাবলী নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক।

কিন্তু ডাঃ কেন্ট বা ডাঃ ফ্যারিংটন কাহারও উপদেশ সর্তবিহীন নহে। সেই সর্তের ভিতর প্রবেশ করিলেই আমরা মেটিরিয়া মেডিকা আয়ত্তের কৌশল লাভ করি। ডাঃ কেন্ট যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম হইল এই যে, মেটিরিয়া মেডিকায় উৎকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে মেটিরিয়া মেডিকার সহিত রেপার্টরি ও অগ্যাননও পাঠ করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ সন্দেহ নাই। কারণ প্রত্যেক ঔষধের বিশেষত্ব সূচক লক্ষণদ্বারা যেমন এক ঔষধের সহিত আর একটি ঔষধের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়, রেপার্টরির সাহায্যেও তেমনি এক ঔষধের লক্ষণের সহিত আর একটি ঔষধের লক্ষণের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। শুধু তাহাই নহে, ইহার সাহায্যে লক্ষণের শ্রেণী বা স্তরের পার্থক্য নির্ণীত হইয়া ঔষধগুলির চরিত্র মনোমধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়। লক্ষণের মূল্যনির্ণয়, পার্থক্যনির্ণয় এবং ঔষধগুলি উপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে অর্গ্যানন সাহায্য করে সন্দেহ নাই। ডাঃ ফ্যারিংটন বলিয়াছেন যে, মন ও তাহার বিভিন্ন কার্যক্ষমতাকে এমনভাবে শিক্ষিত ও সুশৃঙ্খলভাবে রাখা যাইতে পারে যে, কোন বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিলে বাহিরের তৎসদৃশ কোন বিষয়ের উদ্ভব হইলে, বাহিরের উদ্ভুত বিষয়টি অবিলম্বে অভ্যন্তরীণ ঘটনাকে জাগরিত করায়

বা স্মরণপথে উদিত করায়। সেইজন্য মন কেবলমাত্র স্মরণশক্তির দ্বারা গঠিত নহে, পুনরায় সংগ্রহও মনের আর একটি গুণ। ইহা আমাদের অনুভবশক্তি বিশেষত, বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে অধিকতর সত্য, কিন্তু শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে অধিক অনুশীলন আবশ্যক। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মেটিরিয়া মেডিকা আয়ত্ত করিতে হইলে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম বা শৃঙ্খলা বা পন্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা যেমন তেমন করিয়া কতকগুলি লাইন মুখস্থ করিতে প্রয়োজনের সময় উহা স্মরণপথে উদিত হইবে না। ডাঃ ফ্যারিংটন যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম হইল এই যে, তিনি ঔষধগুলি তিনভাবে ভাগ করিয়াছেন। যথা, (ক) প্রাণিরাজ্য হইতে উদ্ভুত, (খ) উদ্ভিদরাজ্য হইতে উদ্ভুত এবং (গ) খনিজ পদার্থ হইতে উদ্ভুত। রোগজাত বা নোসোডজাতীয় ঔষধসমূহ চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত। তিনি ঔষধের যে পাঁচটি সম্বন্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বংশগত বিষয় উল্লেখযোগ্য। এক শ্রেণীর ঔষধের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহা সেই শ্রেণীর সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। যখন সেই সাধারণ লক্ষণ কোন রোগীতে দৃষ্ট হয়, তখন কোন্ শ্রেণীর ঔষধের মধ্য হইতে ঔষধনির্বাচন করিতে হইবে, তাহা অবগত হওয়া যাইবে। তখন বিশ্লেষত্বসূচক লক্ষণের তুলনাদ্বারা নির্দিষ্ট ঔষধটি নির্বাচন করা সহজ হইবে।

ডাঃ কেন্ট এবং ডাঃ ফ্যারিংটন এই প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন। তাহা হইতেছে এই যে, সদাসর্বদা মেটিরিয়া মেডিকার আলোচনার দ্বারা সহজেই উহা আয়ত্ত হইবে। বহু বৎসর ধরিয়া অ্যাকোনাইট, সালফার, নাক্স ভমিকা ইত্যাদি ঔষধের মেটিরিয়া মেডিকা অধ্যয়নদ্বারা ঔষধের চিত্র এমনভাবে চিকিৎসকের মনে অঙ্কিত হইয়া যায় যে, তিনি রোগী দেখিয়া বা তাহার দুই চারিটি লক্ষণ শ্রবণ করিয়াই সে কোন্ ঔষধের রোগী তাহা বলিয়া দিতে পারেন। চিকিৎসকের এই অবস্থা আসিলে তিনি মেটিরিয়া মেডিকা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলা যায়।

মেটিরিয়া মেডিকা আয়ত্তের কৌশল সম্বন্ধে আমি এতক্ষণ সংক্ষেপে হইলেও অনেক কথা বলিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার এই ভৈষজ্যবিজ্ঞান আয়ত্তের কৌশল লিখিবার উদ্দেশ্য তাহা নহে, কথাপ্রসঙ্গে কেবল ঐ সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিতে হইয়াছে। দুইটিমাত্র উপদেশ আমি আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলাম। ঐ দুইটি উপদেশই আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। যথা, মেটিরিয়া মেডিকা প্রণিদান করা যায়, কিন্তু কখনও মুখস্থ করা যায় না এবং উপযুক্তভাবে কোন বিষয় অধ্যয়ন করিলে উহা